R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৬৯শ বর্ষ
২৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৩ই পৌষ, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৮২ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪

মন্ত্রী বললেন—'শিক্ষকদের অসাধুতায় বই বণ্টন ব্যাহত'

বিশেষ সংবাদদাতা : 'মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত শিক্ষাবর্ষে সরকারী পাঠ্য পুস্তক পৌঁছে দেওয়া যায়নি এর জন্য দায়ী প্রাথমিক শিক্ষকেরা। পুস্তক প্রতি ৪ পয়সা বহন খরচ পাবার লোভে শিক্ষকেরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বই সংগ্রহ করায় এমনটি ঘটেছে।' শিক্ষাদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল বারি এ মন্তব্য করেছেন। ১৯ ডিসেম্বর জাতীয় পাঠ্য পুস্তক বিতরণ সংক্রান্ত একটি সভায় মন্ত্রী ভাষণ দিচ্ছিলেন। বহরমপুর সার্কিট হাউসে জেলা শাসক প্রসাদরঞ্জন রায়, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকসহ বহু পদস্থ অফিসারের উপস্থিতিতে শিক্ষকদের সম্পর্কে মন্ত্রীর এই মন্তব্যে সভা রীতিমত সরগরম হয়ে ওঠে। বামফ্রন্ট শরিকভুক্ত শিক্ষক সংগঠনের নেতারা চুপচাপ থাকলেও বিরোধী সংগঠনের নেতারা প্রাথমিক শিক্ষকদের সম্পর্কে মন্ত্রীর এই মন্তব্যকে অমর্যাদাকর এবং কদর্য বলে উল্লেখ করে প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। তাঁরা অভিযোগ করেন, ৮২ শিক্ষাবর্ষে ৪০ শতাংশ বই-ও বণ্টন করা হয়নি। শিক্ষকদের গাঁটের পয়সা খরচ করে পঞ্চায়েতগুলি থেকে এই বই বিদ্যালয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। বহু পঞ্চায়েত বই বণ্টনে রাজনীতিও করেছেন। এবং পঞ্চায়েত অফিসগুলিতে এখনও বহু বই মজুত রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী রিকুইজিশন দেওয়ার পরই পঞ্চায়েতগুলি বই সরবরাহ করেছে। এর জন্য প্রতিটি শিক্ষককে অযথা হয়রাণ হতে হয়েছে। রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রথমটায় অভিযোগের ফিরিস্তি পেয়ে একটু হকচকিয়ে যান। পরে বলেন—আগামী শিক্ষাবর্ষে যাতে সময়মত সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সুতী-১ পঞ্চায়েতে ফের স্বেচ্ছাচার অভিযোগ পেয়েও প্রশাসন চুপচাপ

বিশেষ সংবাদদাতা : পঞ্চায়েত নির্বাচন যখন আসন্ন ঠিক তখনই আর এস পি নিয়ন্ত্রিত সুতী-১ পঞ্চায়েত সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির বিরোধ ফের মাথা চাড়া দিয়েছে। জানুয়ারী মাসে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় পঞ্চায়েত সমিতির যাবতীয় কুকর্মের খবরাখবর ফাঁস হওয়ার পর সমিতির সভাপতি ও পঞ্চায়েত প্রধানদের মধ্যে একটা আপসরফা রচিত হয়। এবং সভাপতির বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব তুলে নেওয়া হয়। আপসরফার সূত্র অনুযায়ী সভাপতি তাঁর কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চান। ঠিক হয় প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা না করে ভবিষ্যতে পঞ্চায়েত সমিতি কোন কাজকর্ম করবে না। প্রধানদের অভিযোগ, সমিতি তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ফের স্বেচ্ছাচার চালাচ্ছেন। ২১ আগষ্ট এক সভায় এই স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে প্রধানেরা সভাকক্ষ ছেড়ে যান। অদ্যাবধি তারা পঞ্চায়েতের সমস্ত সভা বর্জন করে চলেছেন বলে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মন্ত্রীর মন্তব্যে শিক্ষকেরা বিস্মিত

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : 'পুস্তক প্রতি বহন খরচ হিসেবে ৪ পয়সা দেওয়া হয়েছে'—জঙ্গিপুর মহকুমার বহু প্রাথমিক শিক্ষক তা জানেন না। শিক্ষকেরা, গত ৭৮ সাল থেকে প্রাথমিকে পুস্তক বণ্টনে মুর্শিদাবাদ জেলায় রাজ্য সরকার প্রায় ৭০-৮০ হাজার টাকা পাঠিয়েছেন সে সম্পর্কে ও ওয়াকিবহাল নন। মহকুমার কোন স্কুলই এই বহন খরচের জন্য প্রাপ্য টাকা পাননি। গত এক সপ্তাহে মহকুমার শতাধিক প্রাথমিক

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নকল আদালতে ফ্রন্টের বিচার হবে

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অপশাসন, খরাত্রাণে ব্যর্থতার অভিযোগ এনে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছেন সুব্রত সাহা পন্থী ছাত্র পরিষদ'ই গোষ্ঠী। দলের জনৈক মুখপাত্র জানান, মুর্শিদাবাদে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। প্রথম পর্যায়ে ১০ জানুয়ারী বহরমপুরে ছাত্রদের বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এই সমাবেশের শুরুতে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে নকল আদালত বসিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের বিচার করা হবে। সমাবেশে জেলার সমস্ত ব্লক থেকে ছাত্র পরিষদ কর্মীরা যোগ দেবেন বলে ঐ মুখপাত্র জানান। এর আগে নভেম্বরে যুব কংগ্রেস'ই বহরমপুরে কংগ্রেসের সঙ্গে যৌথভাবে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে যে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেন তাতে ছাত্র পরিষদের কোন নেতা যোগ দেননি। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, ১০ জানুয়ারীর আন্দোলনে কংগ্রেসের তরফে সাত্তার গোষ্ঠীর নেতারা অনুপস্থিত থাকবেন। ছাত্র পরিষদ নেতারা চান ঐ জমায়েতকে কংগ্রেসের বিগত জমায়েতের থেকেও বড় আকারে অনুষ্ঠিত করতে। এর জন্য তারা সময় হাতে রেখেই আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন।

রোগ-ব্যাধির সম্পূর্ণ আরোগ্যে ধন্বন্তরি হোমিওপ্যাথি

শ্রীকেন কোলহাণ্ডু : বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের ওপর চাপ বাড়ে। দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শক্তিশালী ওষুধের প্রভাব হামেশাই হয় ক্ষতিকর। এর প্রেক্ষিতে সব থেকে নিরাপদ ও কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতি হলো, হোমিওপ্যাথি বিশেষ করে বয়োবৃদ্ধ, মহিলা ও শিশুদের ক্ষেত্রে। অসুখের কোনো বয়স নেই ঠিকই তবে কতগুলি ব্যাধি আছে যা শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধদের বেশী হয়। সব চিকিৎসা পদ্ধতিরই কার্যকারিতা আছে, তবে ভিন্ন মাত্রায়। কিন্তু হোমিওপ্যাথি হলো একমাত্র চিকিৎসা যা শুধু ফলপ্রদই নয়, দামে সস্তা এবং তুলনামূলকভাবে ক্ষতিহীন। নারী ও শিশুদের পর বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের ওপর হোমিওপ্যাথি ওষুধপত্র খুবই কার্যকর। শুধু তাই নয়, অ্যালোপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকগণ কখনও কখনও জরাগ্রস্থ রোগীর দৈহিক গঠন বিবেচনা না করে কড়া ওষুধ দিয়ে থাকেন, ফলে অনেক ব্যাধির আক্রমণ ঘটে বৃদ্ধ বয়সে যেমন, সঞ্চালন, শ্বাস প্রশ্বাস, দেহ-গঠন, স্নায়ুতন্ত্র হৃদযন্ত্র, রক্তচাপ, হাইড্রোবরাক্স, হাঁপানি, বাত, অস্থিগত, ক্ষরণ জনিত, দুর্বলতা, স্নায়বিক প্রভৃতি। এছাড়াও আছে, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, দৃষ্টিক্ষীণতা, দন্তসমস্যা ও তথাকথিত ক্যান্সার। এ সব রোগের মূল কারণ হলো, দেহ কোষকলার দুর্বলতা। কমজোরী দেহকোষ খাদ্যের পুষ্টি উপাদান ও জলীয় পদার্থ (বিশেষ করে জল) গ্রহণ করতে পারে না এবং বর্জিত উপাদান পরিত্যাগ করতে পারে না। বার্ধক্যে দেহকোষ সহজেই অকেজো হয়ে পড়ে এবং নতুন কোষ বিশেষ তৈরী

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এরা কারা ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : বোমা ফেটে গুরুতর আহত ৩ ব্যক্তিকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় ৮ ডিসেম্বর রাত্রে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে কিছু না জানিয়েই নাকি ওদের বহরমপুর সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। আহতদের বাড়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার লবণচোয়া গ্রামে। কিভাবে এরা বোমের আঘাতে আহত হ'ল তা রহস্যজনক।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই পৌষ বুধবার, ১৩৮৯ সাল

"তমসো মা..."

প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া বিদ্যুৎ বাতি নিভিয়া গেল। একটি গানের অংশ বিশেষ "তোর দীপের নীচে ঘনিয়ে আছে কোন্ আঁধারের নিথর কালো" মনে পড়িল। সত্যই ত, প্রদীপের নিম্নভাগ তমসাচ্ছন্ন থাকে। তাই 'প্রদীপের নীচে অন্ধকার' এই বাংলা প্রবচনটি একটি বিশেষ তাৎপর্যবাহী।

পৃথিবীর বহুত্তম গণতান্ত্রিক এই দেশের প্রশাসনিক, বৈষয়িক নানা বিষয়ের প্রচারণাছটায় দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত। উন্নয়নশীল এই দেশের খাদ্যোৎপাদন, শিল্পোন্নয়ন, বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ইত্যাদির অগ্রগতি ঘটিতেছে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে এই অগ্রগতি ব্যাহত হইবার উপক্রম হয় বিদেশীদের দ্বারা নহে, এই দেশীয় মানুষদের দ্বারাই। স্বার্থবুদ্ধি, অহংবোধ —এই সব কলুষ দেশকে অনেকাংশে দুর্বল করিয়া দিতেছে। ইহাই সেই অন্ধকার।

একটি বিখ্যাত বাংলা দৈনিকে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। সাঁওতালডি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে অনেক সমস্যায় একটি নূতন সংযোজন—ইনজিনিয়ারদের গৃহ যুদ্ধ বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জেনারেল সুপারিনটেনডিং ইনজিনিয়ার তাঁহার কর্মক্ষমতা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার স্বাক্ষর রাখিলেও সাঁওতালডি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সমস্যাগুলি দূর করিবার জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে কিছু কিছু ইনজিনিয়ার নাকি বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন। সংবাদে জানা যায়, এই জেনারেল সুপারিনটেনডেন্ট কাজকর্মে তাঁহার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের অভিযোগ।

অথ ফলশ্রুতি: কর্মে অসহযোগিতা এবং মূল অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটিকে অধিকতর আঘাত হানা। সুতরাং বিদ্যুৎ যে তিমিরে, সেই তিমিরে এবং দুর্ভাগা এই পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতির কথা যতই বলা যাক, সাঁওতালডি যে তমসার সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে, তাহার দূরীকরণ হইবে কিরূপে?

শুধু সাঁওতালডি কেন, বহু বিষয়েই এই 'নিকষ কালো আঁধার' রহিয়াছে। কর্মনিষ্ঠা, নিয়মশৃঙ্খলা, নির্মল দেশাত্মবোধ আমাদের মধ্যে দানা বাঁধিতেছে না। জাতীয় চরিত্রের এক বিরাট অবনতি দেখা দিয়াছে। অপিচ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কত কদর্য ক্রিয়াকলাপ নিত্যসঙ্গী। হানাহানির চূড়ান্ত করা হইতেছে, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক মহিমার জয়গান গীত হইতেছে। কোন্ এক অপদেবতার অশুভ প্রভাবে পড়িয়া মানুষ তাহার বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া হিংসা, লালসা, ক্ষমতালিপ্সা ও স্বার্থের লড়াইয়ে তৎপর। ইহার উপর এক বিষস্ফোটক সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও বিচ্ছিন্নতাবাদের কদর্য অপপ্রয়াস।

যে সব অশুভ শক্তি দেশের চলার পথ কণ্টকিত করিতেছে, সর্বোপরি দেশের ক্ষতিসাধন করিতেছে, দৃঢ় হস্তে তাহার দমন করিতে হইবে। সেখানে কোন 'ইজ্‌ম্' এর দোহাই চলে না। সাঁওতালডি সামান্য একটি উদাহরণ মাত্র।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পঞ্চায়েতে দুর্নীতি

গত ৮ ডিসেম্বর সাগরদীঘি থানার ৭নং কাবিলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সুধাংশুভূষণ সরকার এন আর ই পি স্কীমের ৫ কুঃ ২৪ কেজি. ৫০০ গ্রাম চাউল তার পক্ষের কতিপয় লোক মারফৎ ডিলারের বাড়ী থেকে নিয়ে আসছিল। গ্রামের সাধারণ মানুষ জানতে পেরে তাদের ধরে ফেলে এবং স্থানীয় ক্যাম্পে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এই ধরনের ঘটনা উক্ত পঞ্চায়েতের সদস্যগণের দ্বারা বহু ঘটেছে। কিছুদিন আগে অঞ্চলের সি পি আই এম কর্মীরা সাধারণ মানুষদের নিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছিল। কিন্তু কোন ব্যবস্থা হয়নি। সাধারণ মানুষেরা পঞ্চায়েত কাজকর্মের উপর কড়া নজর রাখায় এই চাল ধরা সম্ভব হয়েছে। ধৃত চাল ও লোক ক্যাম্পের পুলিশ সাগরদীঘি থানায় পাঠায়। আবুল কাশেম বিশ্বাস, কাবিলপুর।

সাহিত্য সংকলন

রঘুনাথগঞ্জ থেকে একটি নতুন সাহিত্য সংকলন প্রকাশের চেষ্টা চলেছে। উদ্দেশ্য একটি রুচিশীল সাহিত্য মঞ্চ গড়ে তোলা। স্থানীয় নবীন লেখক গোষ্ঠীর উদ্যোগেই এই সাহিত্য সংকলনের প্রকাশ। সম্পূর্ণ নূতন ধরনের এই মাসিক সংকলন বেরুবে প্রতি ইংরেজী মাসের পয়লা তারিখে।

স্মরণ ও শ্রদ্ধা

বিষ্ণু দে

মিহির মণ্ডল

৩ ডিসেম্বর সূর্য্যাস্তের সাথে সাথে চল্লিশের দশকের অন্যতম কবি বিষ্ণু দে কবিতার আকাশ হতে বিদায় নিলেন। চল্লিশ থেকে সত্তর দশকের পাঠক তাঁর সৃষ্ট ফসলের মহার্ঘ্যতা উপলব্ধি করতে পারেন। বর্তমান কবিদের কেউ কেউ বলেন, 'বিষ্ণু দে দীর্ঘ পদযাত্রায় একটি মাইল ষ্টোন।'

বাঙলা কাব্যে বিষ্ণু দের অবদান অপরিমেয়। 'চোরাবালি' থেকে 'হৃদয়ে বাঁচো' পর্যন্ত কাব্যে তাঁর নিজস্ব মেজাজ। তিনি নিজেই একটি আঙ্গিক। স্বতন্ত্র তাঁর লিরিক। 'প্রাণখুলে যে ঘৃণা করবো এমন দেখি উপায় নেই' স্পষ্ট ভাবে প্রাণের কথা আর কেউ এমন মুন্সীয়ানার সঙ্গে বলেননি। আধুনিক সভ্যতা তাঁর কাছে দূর্বিষহ, 'এখানে সভ্যতা নেই··· চোখ কান সব চোরাই মালের চেয়ে বাসি।' এরই মাঝে অদ্ভুতভাবে সুর মিলিয়েছেন, 'বিলাতের বনেদী দুর্গত স্বপ্নেও কপালে নেই··· অবসাদে অস্তিত্বের কাক বিষ্ঠা খোঁজা···এই পাপ পুণ্য দেশে দগ্ধ দিনে বিষণ্ণ রাত্রিতে।' যৌবনের ভুবনডাঙ্গায়, 'মাসী তোর কথা বেঁধে রাখ তোর খোঁপায়' বলার পরক্ষণেই বলেছেন, 'যৌবনের নিঃসঙ্গতা আজ বাজে বৃদ্ধ হাড়ে হাড়ে···অস্তে যায় সূর্য, আসে প্রতিদিন আকাশে গোধূলি।' বলার অনেক পরেও হৃদয়ে বাঁচার গান গেয়েছেন। সব সাধ, বেদনা একই স্রোতে মিশে গিয়ে জমিকে উর্বরা করেছে তাঁর কবিতা। 'সংবাদ মূলত কাব্য' প্রখর বাস্তবতার সাথে মিশে গিয়ে তাঁর কাব্য হয়েছে সত্য-সুন্দর। বিষ্ণু দে নিজেই বাঙলা কাব্যের 'নিজস্ব সংবাদদাতা।' এভাবে আর বাঙলা-কবিতার বনে ফুল ফুটবে না। গোধূলির শেষ আলোর পরশটুকু শুধু বাঁচিয়ে রাখতে হবে তাঁর সৃষ্টির মূল্যায়নের মাধ্যমে।

প্রমোদ দাশগুপ্ত

প্রশান্ত সিন্‌হা

কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত—এই নামটি সাম্প্রতিক রাজনীতিতে নিঃসন্দেহে এক বিশাল ব্যক্তিত্ব। সুদূর প্রবাসে সেই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটির মৃত্যু সংবাদে অনেকের মতো আমিও ব্যথিত। জীবনে দু'বার এই গম্ভীর আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর মানুষটির সামনে আসবার সুযোগ হয়েছিল। প্রথমবার আশির লোকসভা নির্বাচনের আগে। প্রমোদবাবু রঘুনাথগঞ্জ শহরে সুপার মার্কেট দলীয় সভায় তাঁর সুদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। সেদিন ঘণ্টা দেড়েক তাঁর খুব কাছাকাছি আমি ছিলাম। অনেক শুনে স্বভাবতই তাঁর সম্পর্কে একটা কৌতূহল ছিল। তাঁর বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল সেদিন। দ্বিতীয়বার গত রাজ্যসভা নির্বাচনের ঠিক ১৫।১৬ দিন আগে। বিশেষ কাজে কলকাতায় আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীটের সদর দপ্তরে গেছি। শৈলেন দাশগুপ্তের সাথে কথা বলছি। তখন আন্দাজ বিকেল ৫টা। হঠাৎ শৈলেনদা নিয়ে গেলেন পার্টির মিটিং রুমে। মিটিং রুমে ঢুকে দেখি বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিলে কাগজের উপর মুড়ি মাখা রয়েছে। বেশ কয়েকজন কমরেড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুড়ি চিবুচ্ছেন। সবার সাথে আমিও যোগ দিলাম। একটু পরেই প্রমোদবাবু অসুস্থ শরীরে খুব ধীরে ধীরে এসে তাঁর আসনে বসলেন। হাতে এক গেলাস চা। প্রমোদবাবু আমার দিকে তাকাতেই একজন কমরেড আমার পরিচয় দিলেন। তিনি স্মিত হেসে মাথাটা একটু বাঁকালেন। বুঝলাম আমার উপস্থিতিটাকে স্বাগত জানালেন। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সব কথা যেন হারিয়ে গেল। বিশ্বাস ব্যক্তিত্বের সামনে শ্রদ্ধায় মাথা নত করলাম। খারাপ লাগছে—এই ভেবে যে মানুষটিকে আর কোনদিন দেখতে পাবো না।

ছোলা : বীজ শোধন দরকারী

ছোলার ক্ষেতে এখন ধসা রোগের আক্রমণের সময়। সুতরাং এখনও যারা ছোলা বোনেননি, তারা প্রতি কেজি ছোলা-বীজ করবোনডাজিম ২৫ এস ডি এবং টেটরা মাইথিল থিউরাম ডিসালফাইড দুই গ্রাম হারে ব্যবহার করে শোধন করে নিন। তামিলনাড়ুর বানজিপাটটি গ্রামে এই রাসায়নিক দ্বারা বীজ শোধন করার ফলে ভালো ফল পাওয়া গেছে। কয়ম্বটুর অবস্থিত তামিলনাড়ু বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা এই পরীক্ষা চালানো হয়। দেখা গেছে, উল্লিখিত উপায়ে বীজ শোধন করায় শতকরা মাত্র ৫ ভাগ রোগ দেখা গেছে, সে তুলনায় অশোধিত ক্ষেতে ধসা রোগের আক্রমণ হয়েছে প্রায় শতকরা ৩২ ভাগ।

এছাড়া ধসা রোগ প্রতিরোধ করায়, হেকটার প্রতি ছোলার ফলন তোলা গেছে প্রায় ৫৫৪ কেজি আর অশোধিত ক্ষেতে ফলন হয়েছে মাত্র ৩৪০ কেজি

হেক্টার প্রতি বীজ শোধনে খরচ হয়েছে মাত্র ৪০ টাকা আর সে ক্ষেত্রে ১ হেক্টার ফলনে লাভের অংক দাঁড়িয়েছে কম করে ৮০০ টাকা।

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

জিয়াগঞ্জ সন্নিকটস্থ দেবীপুর মহান্ত গণপতি দাস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্পাদক নলিনীকান্ত গাঙ্গুলী জানাচ্ছেন যে, আগামী ১৩।১৪।১৫ জানুয়ারী, ১৯৮৩ উক্ত বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানে স্মারক পত্রিকা প্রকাশ, সম্মিলনী, যাত্রা, থিয়েটার, গীতি ও কাব্য নাট্য, ছবি আঁকা, আবৃত্তি ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এই আনন্দযজ্ঞ তিনি সকলকে আমন্ত্রন জানিয়ে সাহায্য, সহানুভূতি ও সাহচার্য চেয়েছেন। সাহায্য ও রচনা পাঠাবার ঠিকানা :— অমিয়কুমার সিংহ রায়, কোষাধ্যক্ষ দেবীপুর, পোঃ জিয়াগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন

অরঙ্গাবাদ : স্থানীয় দুঃখুলাল নিবারণ চন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর। সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন অধ্যক্ষ অনিলচন্দ্র গুহ ও সভায় অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। শিক্ষা সম্পর্কিত নানা বিষয় নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ঐ সভায় আগামী বছরের জন্য কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়। প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষক এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

প্রদর্শনী ফুটবল খেলা

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৯ ডিসেম্বর এখানে ম্যাকেঞ্জি পার্কে মোহনবাগান ক্লাবের প্রথম সারির খেলোয়াড়দের নিয়ে সুব্রত একাদশ বনাম উত্তরবঙ্গ একাদশের মধ্যে এক প্রদর্শনী ফুটবল খেলার আয়োজন করেন স্থানীয় অগ্নিফৌজ এ্যাথলেটিক ক্লাব। শ্যাম থাপা, বিদেশ বোস ও সুব্রত ভট্টাচার্য্যের ক্রীড়া নৈপুণ্য দর্শকদের মনে রেখাপাত করে। এই ধরনের ফুটবল খেলা এখানে প্রথম।

অগ্নিফৌজ ১৯৮২ সালে ১০টি ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণ করে ৮ টিতে জয়ী হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজ ২৯ ডিসেম্বর এক বিজয় মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

ধুলিয়ান ষ্টোন প্রডাক্টস
ষ্টোন মার্চ্চেন্ট এণ্ড গভঃ কনট্রাক্টর
পাকুড়ে নিজস্ব কোয়ারী
ধুলিয়ান পাকুড় রোডে ৩৪নং জাতীয় সড়কের নিকটস্থ ক্রাসার ইউনিট
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সুলভে
ষ্টোন চীপস্, বোল্ডার, ষ্টোন সেট,
পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন : অফিস ৫২, ফ্যাক্টরী ১১৭
ষ্টোন ম্যাটারস প্রভৃতির
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
এস এস আই রেজি নং ২১/১৩৭ ১৫৮
তাং ২৪-৩-৭০

ফোন নং : ২৬২
চৌধুরী ভাই
১৮, কৃষ্ণনাথ রোড, বহরমপুর
॥ চার্চের মোড় ॥
গুড ইয়ার কোং নির্মিত সেরা বেলটিং এবং পাম্পসেট
ও বড় ইঞ্জিনের পার্টস পাওয়া যায়।
চৌধুরী হাইওয়ে সার্ভিস, বহরমপুরের সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ
প্রোঃ মদনমোহন দাস
এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।
এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজী

পোঃ কাশিমবাজার রাজ, পিন ৭৪২১০১
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

রজত জয়ন্তী বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

১৯৮২-৮৩

২৩।১।৮৩ রজতজয়ন্তী উৎসব ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন এবং স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশ।

২৪।১।৮৩ হতে ২৬।১।৮৩ আলোচনাচক্র, নাট্যানুষ্ঠান, কথিকা পাঠ, নৃত্যনাট্য, আবৃত্তি আসর, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, লোক সঙ্গীত, আধুনিক গানের অনুষ্ঠান।

বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠান

বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, অন্তর্বিভাগীয় ও বহির্বিভাগীয় ক্রীড়া, ছোটদের "বসে আঁকো", রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, আবৃত্তি ও বিতর্ক, বিচিত্রানুষ্ঠান।

২৬।৮।৮৩ সমাপ্তি অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা—সাধারণ সম্পাদক, এম, আই, টি, রজত জয়ন্তী উৎসব কমিটি, পোঃ কাশিমবাজার রাজ, বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ।

অধ্যক্ষ ও সভাপতি
রজত জয়ন্তী উৎসব কমিটি
এম, আই, টি

রজত জয়ন্তী বর্ষপূর্তি, ৮২-৮৩

মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজী

এই প্রতিষ্ঠানের যে সমস্ত প্রাক্তন ছাত্র পুনর্মিলনী উৎসবে (২৩।১।৮৩) অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে তাহাদের বর্তমান ঠিকানাসহ অবিলম্বে নিম্ন ঠিকানায় সাধারণ সম্পাদকের সহিত যোগাযোগ করিতে হইবে।

শ্রীশঙ্করদাস বরাট
সাধারণ সম্পাদক,
রজত জয়ন্তী বর্ষপূর্তি উৎসব কমিটি
পোঃ কাশিমবাজার রাজ
জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১০১

(মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য দপ্তর)

ধন্বন্তরি হোমিওপ্যাথি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয় না। সেজন্য তরুণ বয়সের চেয়ে বৃদ্ধ বয়সে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন। দেহ কোষকলাকে অবশ্যই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। তা আনতে পারলে, সেই প্রতিরক্ষা শক্তি আপন থেকেই ক্যান্সারসহ সবরকম ব্যাধিকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে। হোমিওপ্যাথি ছাড়া অন্য কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি অকেজো দেহ কোষকলা মেরামত ক'রে রোগ-ব্যাধি সম্পূর্ণ নিরাময় করতে পারে না। হোমিওপ্যাথি শুধু রোগের ওপরই কাজ করে না, দেহের মূল শক্তিকেও সক্রিয় ক'রে তোলে। এই শক্তি হলো প্রতিরক্ষা শক্তি। দেহ কোষকলার ওপর হোমিওপ্যাথি ওষুধের ক্রিয়া কি ভাবে হয়, তার একটা নমুনা দেওয়া যেতে পারে। কারোর ম্যালিরিয়া বা কম্পজ্বর হলে কিছু কোষ জলীয় পদার্থ গ্রহণ, বণ্টন ও বর্জন করতে অসমর্থ হয়। ফলে দেহে জলীয় পদার্থের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় অর্থাৎ কোনো অংশ বেশী পায় এবং কোনো অংশে কম। কম্পজ্বরে প্রচণ্ড কাঁপুনীর মধ্য দিয়ে দেহ জলীয় অংশ বণ্টনের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। এর পর সামগ্রিকভাবে উপসর্গগুলি বিবেচনা ক'রে, আর্সেনিক, চায়না, নাট্রামমূর, হ'পেক, নাক্স ভম্, লিড্রোন্ ইত্যাদি হোমিও ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। এই সব ওষুধ প্রকৃত পক্ষে ম্যালেরিয়া ভাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধ করে না, তারা দেহের অসুস্থ কোষ-গুলিকে সুস্থ স্বাভাবিক ক'রে তোলে। সুস্থ ও স্বাভাবিক হবার পর, কোষগুলি আবার দেহে জলীয় অংশ সমানভাবে বণ্টনের কাজ শুরু করে। কম্পজ্বর নিরাময় হয়, রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। কুইনাইন ঘটিত এলার্জি বা বিরূপ ক্রিয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কোনো বৃদ্ধ ব্যক্তির ফুসফুসে যদি ভাইরাল ইনফেক্শন হয়, তাহ'লে বারংবার অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ গ্রহণের শক্তি তার থাকে না। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণও বারংবার ওষুধ দিতে ইতঃস্তত করেন। কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে সে চিন্তা নেই। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার রোগী পরীক্ষা ক'রে, উপসর্গ-গুলি দেখে, শুনে ও মিলিয়ে ওষুধ লিখে দেন। তাতেই কাজ হয়—এক ডোজ বা দু' ডোজ কালি কার্বই যথেষ্ট। আমরা যখন বলি মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি খুবই কার্যকর, তখন কতকগুলি কথা মনে রাখা দরকার। বার্ধক্যে অধিকাংশ ব্যক্তি তামাক, মদ ও কফিতে আসক্ত হন। সে ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খুব ধীরে বা আদৌ কাজ করে না। সেজন্য তাদের এই তিতি জিনিস ছাড়তে হবে অন্ততঃ যে সময় পর্যন্ত হোমিওপ্যাথি ওষুধ তারা সেবন করবেন বা সুস্থ না হয়ে উঠবেন। শিশু ও মহিলাগণ সেদিক থেকে মুক্ত বলে হোমিওপ্যাথির ক্রিয়া তাদের ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি হয়। একটা বিষয় পরিষ্কার ক'রে বলা প্রয়োজন, সেটা হলো, তরুণ-বৃদ্ধ, মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে কফি হোমিওপ্যাথি ওষুধের প্রতিষধক দ্রব্য। চিকিৎসাকালে কফি পান রোগীর পক্ষে বর্জনীয়। একান্তই যদি তা সম্ভব না হয়, তাহ'লে কফিপানের পরিমাণ কম করতে হবে এবং ওষুধ গ্রহণের বেশ কিছুক্ষণ আগে তা পান করা উচিত। দৈবাৎ রোগী যদি বিশেষ কোনো হোমিওপ্যাথি ওষুধ বেশী মাত্রায় গ্রহণ করে ফেলেন বা রোগ নির্ণয়ে ভুল বশতঃ ভুল ওষুধ দেওয়া হয়ে থাকে, তাহ'লে তার প্রতিক্রিয়া রোধ করতে প্রতিষেধক হিসেবে কফি পান করিয়ে দেওয়া উচিত। হোমিওপ্যাথি ওষুধের অপর প্রতিষেধক হলো কর্পূর। রোগী যদি অ্যালোপ্যাথি থেকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় যান, তাহ'লে প্রথমই পূর্বের অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের প্রভাব নিঃশেষ করার জন্য তাকে কর্পূর বা নাক্স ভোমিকা দেওয়া হয়।

(ডি এন ই)

বই বণ্টন ব্যাহত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হাতে সরকারী বই পৌঁছোয় তার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এর জন্য একটি তদারকি কমিটিও গঠিত হয়েছে। এই কমিটিতে জেলা শাসক, বিদ্যালয় পরিদর্শক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রমুখদের রাখা হয়েছে। মন্ত্রীর প্রতি-শ্রুতি '৮৩ শিক্ষাবর্ষে জেলার সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২১ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সরকারী খরচে বই পৌঁছে দেওয়া হবে। কমিশনার বা পঞ্চায়েত সদস্যদের উপস্থিতিতে সে বই ছাত্রদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। প্রাপ্য বই-এর ৬০ শতাংশ হবে নতুন এবং অবশিষ্টাংশ গত বছরের ব্যবহৃত। এদিকে স্কুল বোর্ড সূত্রে খবর মিলেছে, আগামী বছরে বণ্টনের জন্য কোন পাঠ্য পুস্তক এখনও জেলায় এসে পৌঁছোয়নি। জানুয়ারী মাসের শ নাগাদ তা পঞ্চায়েতগুলিতে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

শিক্ষকেরা বিস্মিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্কুলের শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলার সময় এ তথ্য জানা গেছে। প্রায় সমস্ত স্কুল শিক্ষকই জানিয়েছেন গত বছর তারা রিকুইজিশন দিয়েও চাহিদা মত বই পাননি। '৪ পয়সা বহন খরচের লোভে প্রাথমিক শিক্ষকেরা অতিরিক্ত বই সংগ্রহ করেছেন' রাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল বারির এই উক্তিকে শিক্ষকেরা 'অপমান-জনক' বলে মন্তব্য করেছেন। সারা বাংলা শিক্ষক সমিতিও মন্ত্রীর এ জাতীয় মন্তব্যে বিস্মিত হয়েছেন। তাদের মতে, বাস্তব অবস্থা না জেনে মন্ত্রীর এরকম মন্তব্য করা সমীচীন হয়নি।

ফের স্বেচ্ছাচার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানা গেছে।

প্রধানদের অভিযোগ বর্তমানে সুতি-১ ব্লকে মিনিকিট বণ্টনে দুর্নীতি চালাচ্ছে পঞ্চায়েত সমিতি। সদস্যদের আত্মীয়-স্বজন এবং দলের লোকেরা ছাড়া অন্যেরা মিনিকীট পাচ্ছেন না। ভূয়া লোকের নামেও মিনিকীট বণ্টনের নজীর রয়েছে। প্রধানেরা এর বিরুদ্ধে বিডিও এবং এসডিও'র কাছেও লিখিত-ভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুই হয়নি। এমনকি সংবাদ-পত্রে নির্দিষ্টভাবে দুর্নীতি তুলে ধরা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোনরকম তদন্ত সংঘটিত করা হয়নি বলে প্রধানদের অভিযোগ।

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সুরবল্লী কষায়

রক্ত পরিষ্কারক ও

বলবর্ধক

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।